কালের কণ্ঠ

কালের কণ্ঠ

তারিখ 22 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

টিএসসির কাছের ফুটপাতে অজ্ঞাত পরিচয় লাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

আবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এবারও টিএসসিসংলগ্ন ফুটপাত থেকে অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতের শরীরে নির্যাতনজনিত জখম ছিল এবং হাতের চারটি আঙুল প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল। লাশ উদ্ধারের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ বলছে, ওই যুবককে দীর্ঘদিন নির্যাতন করা হয়েছে। পরে হত্যা করে লাশ টিএসসিতে ফেলে গিয়েছে নির্যাতক দুর্বৃত্তরা।

প্রত্যক্ষদর্শী ও হাসপাতাল সূত্র জানায়, গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিসংলগ্ন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের ঠিক উল্টো পাশের ফুটপাত থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁর বয়স আনুমানিক ৩০ বছর। তাঁর মাথায়, কপালে ও ঘাড়ে জখমের চিহ্ন

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৫

টিএসসির কাছের

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

রয়েছে। লাশ উদ্ধারের খবর পেয়ে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাতে টিএসসির পাশের ফুটপাতে রুপার অভিজিৎ রায়কে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ওই ঘটনায় দেশ-বিদেশে তোলপাড় শুরু হয়। দেশি পুলিশের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের এফবিআইয়ের সদস্যরা ঘটনার তদন্ত করছেন। আলোচিত ওই ঘটনার পরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। গতকাল যেখানে লাশ পাওয়া গেছে সেখানেও নিয়মিত টহল পুলিশ থাকে। এর পরও কিভাবে যুবককে হত্যা করা হয়েছে, তা নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে নানা প্রশ্ন।

শাহবাগ থানার ওসি সিরাজুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, ক্যাম্পাসের বাইরে যুবককে হত্যা করে তাঁর লাশ ফেলে গেছে দুর্বৃত্তরা। পরিচয় উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আশপাশের এলাকায় কঠোর নিরাপত্তা বলয় আছে। টহল পুলিশের কোনো গাফিলতি আছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শাহবাগ থানার এসআই সফিয়ার রহমান জানান, সুরতহাল প্রতিবেদনে লাশ উদ্ধারের সময় অজ্ঞাতপরিচয় ওই যুবকের পরনে লাল-কালো ডোরাকাটা গেঞ্জি ও জিন্স প্যান্ট ছিল। তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতন করার কারণে তাঁর পায়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। মাদকাসক্তির কারণেও এমন ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

থানার ডিউটি অফিসার জানান, লাশ উদ্ধারের ঘটনায় গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত হত্যা মামলা বা অপমৃত্যু মামলা হয়নি। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেলে মামলা করা হবে।